بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের বিদগ্ধ লেখক ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম-এর অনন্য সাধারণ এক গ্রন্থ 'আজ-জামানুল কাদিম'। তার সত্তরের অধিক রচনার মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। তিন খণ্ডে রচিত এই বইটি মূলত একটি ছোটগল্প সংকলন। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও উপস্থাপনাশৈলী সহজেই পাঠকের নজর কাড়ে। শাইখের স্বভাবজাত ভাষা-মাধুর্য মনের অজান্তেই টেনে নিয়ে যায় অনুভবের দুনিয়ায়—নাড়া দেয় অনুভূতির মর্মমূল ধরে। দুনিয়া, কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির মতো মৌলিক ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোকে উপজীব্য করে তিনি কলমের নিখুঁত আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অনেকগুলো দৃশ্যপট। সবর, শোকর, সাদাকা, তাওবা, দাওয়াত, তিলাওয়াত ইত্যাদির আলোচনাও বারবার এসেছে ঘুরেফিরে। গল্পের ছলে তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছেন হৃদয়ের সুপ্ত উপলব্ধিকে—কান পাতার অনুরোধ জানিয়েছেন অনন্তের আহ্বানে।

একদিন থেমে যাবে জীবনের কোলাহল। মায়াবী এই জগৎ ছেড়ে সবাই পাড়ি জমাবে না ফেরার দেশে। যেখানে গাঢ় হয়ে আছে কবরের নিকষ কালো আঁধার, ওত পেতে আছে কঠিন সব আজাব আর অবর্ণনীয় শাস্তি। পদে পদে জমে আছে অজানা বিভীষিকা। যেকোনো মুহূর্তেই বিদায়ের ডাক এসে যেতে পারে যে কারোই। তাই এই কঠিন পথের পাথেয় সব সময় প্রস্তুত রাখতে হয়। কিন্তু পার্থিব জীবনের রূপ-রস-গন্ধে সারাক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে মানুষ। পরকালের প্রস্তুতির কথা বেমালুম ভুলে যায় তারা। তাই মাঝে মাঝে তাদের মনে করিয়ে দিতে হয় জীবনের পরম পরিণতির কথা। শোনাতে হয় সুখময় জান্নাতের গল্প—সতর্ক করতে হয় জাহান্নামের বিভীষিকাময় অগ্নিকুণ্ড থেকে। শাইখ গল্পে গল্পে এই কাজটি করারই সফল প্রয়াস পেয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

প্রতিটি গল্পেই শাইখ পাঠকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন হৃদয় জাগানিয়া কোনো আহ্বান কিংবা অন্তরে চারিয়ে দিতে চেয়েছেন মূল্যবান কোনো উপলব্ধি অথবা সতর্ক করেছেন চারিত্রিক কোনো অবক্ষয় থেকে। তাই প্রতিটি গল্পেই আপনি খুঁজে পাবেন মূল্যবান একটি ম্যাসেজ।

প্রথম খণ্ড ০৯
দ্বিতীয় খণ্ড ৬৭
তৃতীয় খণ্ড ১১৫

সূচিপত্র

ওপারের যাত্রী ১৩
গাফিলতি ২৩
উপহার ২৯
সময়ের হিফাজত ৩৫
সৌভাগ্য ৩৯
মৃত্যুর ভয় ৪৫
প্রত্যাবর্তন ৫৩
দোয়া ৫৯
আলোর ভুবন ৬৩

ওপারের যাত্রী

বলো হে পৃথিবী!
কোথায় হারিয়ে গেল বন্ধুরা মোর
আসিবে কি তারা আর কখনো ফিরে?
হাজারো জনতার ভিড়ে আমায়
বিষণ্ন নির্জনতা তাড়া করে ফেরে।
জগতের হাটে কেনা-বেচা শেষে
দিয়েছে পাড়ি সবে জীবনের ওপারে
আপন সওদা হাতে।

বোনের চেহারাটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে আসছে ক্রমশ। ধীরে ধীরে যেন নেতিয়ে পড়ছে শরীরটাও। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো ভাবান্তর নেই। সে তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করে প্রতিদিন।

যখনই তার খোঁজ করো দেখবে, সে বসে আছে জায়নামাজ পেতে—কখনো ঝুঁকছে রুকুতে, কখনো লুটিয়ে পড়ছে সিজদায়, কখনো-বা হাত দুটি মেলে ধরছে রবের দরবারে। সুবহে সাদিকের ম্লান আলোতে, সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে কিংবা গভীর রজনীর সুষুপ্ত প্রহরে—সব সময় তোমার চোখে পড়বে এই একই দৃশ্য। ক্লান্তি বা বিরক্তির কোনো চিহ্নই তুমি দেখবে না তার অবয়বে। অফুরন্ত উদ্যমের এক অপার্থিব আলো যেন সারাক্ষণ ঘিরে রাখে তাকে।